ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের লাশ উত্তোলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৯নং পোড়াহাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হীরন ও তার গাড়ী চালক আক্তার হোসেনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে আদালতের আদেশে হীরনের গ্রামের বাড়ি আড়ুয়াকান্দি ও আক্তারের গ্রামের বাড়ি ভুপতিপুরের পারিবারিক কবরস্থান থেকে তাদের লাশ দাফনের ৫ মাস ১০ দিন পর উত্তোলন করা হয়।

নিহতের স্বজন ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা শহিদুল ইসলাম হিরণের শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসা ঘেরাও করে। সেসময় তারা তার বাড়িতে আগুন জালিয়ে দেয়। এতে হীরন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এছাড়াও তার গাড়ি চালক আক্তারকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম হীরনের ভাতিজা জিয়াউল আলম ও আক্তার হোসেনের ভাই মুক্তার হোসেন বাদী হয়ে গত বছরের ২০ ও ১৭ নভেম্বর আদালতে অজ্ঞাত ২’শ থেকে ৩’শ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রুমানা আফরোজ ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার গ্রহনের জন্য আদেশ দেন। গত ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ জন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়, যার নাম্বার ৩৭। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিন, ডাক্তার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হীরনের ভাতিজা মামলার বাদী জিয়াউল আলম বলেন, আদালতে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। আমরা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আক্তার হোসেনের ভাই মামলার বাদী মুক্তার হোসেন বলেন, আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, গত বছরের ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ টি হত্যার

ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিনের উপস্থিতিতে তাদের লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ—সভাপতি ও মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান (৭৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) ভোর ৪টার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী, বন্ধুসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

আরও পড়ুন গাংনীতে সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের স্বরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। তিনি চিকিৎসকের আওতায় ওষধপথ্য সেবন করতেন।

আব্দুর রহমান শুরু থেকেই বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক এমপি আহমেদ আলীর হাত ধরে তিনি বিএনপির রাজনীতিতে আসেন।

তৎকালিন এরশাদ সরকারের আমলে (১৯৮৮ সালে) বিপুল ভোটের ব্যবধানে মেহেরপুর পৌর সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তিনি বিএনপির বিভিন্ন পদে অধিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর

জেলা বিএনপির সহ—সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

বিএনপির জৈষ্ঠ নেতা আব্দুর রহমানের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

হরিণাকুণ্ডু ইউনিয়নের স্কুল কলেজ দখল ইউপি চেয়ারম্যান ঝন্টুর কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য!

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু ইউনিয়নের স্কুল কলেজ দখল করে বাবা, ভাই ও অনুসারিদের সভাপতি বানিয়ে কোটি টাকার উপরে নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। ইউনিয়নে তার ভয়ে কথা বলারমত শাহস করতেন না কেউ। স্কুল, কলেজ হাট বাজার, বাউড় সবই ছিল তার দখলে। তিনি কখনো আওয়ামী লীগের এমপি, কখনো উপজেলা চেয়ারম্যান, কখনো দলীয় নেতাদের লাঠিয়াল বাহিনি হয়ে একাধিক মানুষের উপর হামলা ও মারধর করেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর একের পর এক সবাই মুখ খুলতে শুরু করেছে।

ঝন্টু চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নেনর ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ল্যাব সহকারী, অফিস সহায়ক, আয়া, নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও নৈশ প্রহরী নিয়োগ দিয়ে ৮২লক্ষ টাকা বাণিজ্য করেছে। গত ২০২২/২০২৩ সালে এই নিয়োগ সম্পন্ন করেণ। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে শিল্পি খাতুনের নিকট থেকে ৪ লাখ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহন কুমারের

নিকট থেকে ১৫ লাখ, অফিস সহায়ক আকিমুলের নিকট থেকে ৯লাখ, ল্যাব সহকারী তানভিরের নিকট থেকে ১৪ লাখ, আয়া রুমানার নিকট থেকে ১০ লাখ, পরিচ্ছন্নতা কর্মী মুন্নার নিকট থেকে ৯লাখ, নিরাপত্তা কর্মী অচিন্তের নিকট থেকে ১১ লাখ ও নৈশ প্রহরী দুর্জয় এর নিকট থেকে ১০ লাখ ঘুষ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এছাড়া বাবা গোলাম রহমানকে ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি বানিয়ে ৩জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ২২লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। এর মধ্যে অফিস সহায়ক শাহীন এর নিকট থেকে ৮লাখ, নিরাপত্তা কর্মী মানোয়ার হোসেন মন্টুর নিকট ৯লাখ এবং পরিচ্ছন্না কর্মী রাম কুমার বাশফোড়ের নিকট থেকে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এছাড়াও ছোট ভাই এ্যাড. আশরাফুল ইসলামকে হাজী আরশাদ আলী কলেজের সভাপতি বানিয়ে নিজের ছেলেকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দিয়েছে আর অন্য দুই প্রার্থীর নিটে থেকে ২৩লাখ টাকা বাণিজ্য করেছে। তাদের মধ্যে তমাল হোসেনের নিকট থেকে ১৫ লাখ এবং িআশক রহমানের নিকট থেকে ৮লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছে। এছাড়া ইউনিয়নের অন্যান্য স্কুলেও প্রভাব একাধিক প্রার্থীর নিয়োগের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

ঘোড়াগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিল্পি খাতুন বলেন, চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু তার নিজের মত স্কুলের কমিটি গঠন করেছিলো । পরে নিয়োগ দিয়েছে। এতে আমার কোন হাত নেই। আমি প্রধান শিক্ষক বাধ্য হয়ে সব সময় সব কাজে স্বাক্ষর করেছি।

ভাতুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী ইউনুচ আলী বলেন, আমি বংশীয় লোক। আমি নিয়োগ দিয়ে কোন টাকা/ঘুষ নিইনি। মাত্র ৩ লক্ষ টাকা নিয়োগের খরচ বাবদ নেওয়া হয়েছিলো। নিয়োগের খরচের পর বাকী টাকা বিদ্যালয়ের রুম করা হয়েছে ও সভাপতির নিকটে আছে।

কাপাশহাটীয়া হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাকির হোসেন বলেন, সরকরী নিয়ম মাফিক নিয়োগ হয়েছে। বাকীটা সভাপতি জানেন।

কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরফতদৌলা ঝন্টু বলেন, টাকা পয়সা দিয়ে কাওকে চাকুরী দিই নি। এর কোন ভিত্তি নেই। এসব ভিত্তিহীন কথা।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ১০ ইউপি সদস্য।

আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারামোতাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১ নং ওয়ার্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক, ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন, ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য রমজান আলী, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য ওমর ফারুক, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য রিপন আলী,১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আফরোজা রোজ, ৪,৫,ও ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য মাবিয়া খাতুন স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের কাছে জমা দেওয়া হয়।

অনাস্থা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ০৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দু। গত ১১ ই নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার গত ২২ শে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ শপথ গ্রহণ করি। শপথ গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হইতে পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আয়ুব হোসেন বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ তার এরুপ কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিলে তিনি কোনরুপ কর্ণপাত না করিয়া তাহার লোকজন দ্বারা বিভিন্ন অপমানজনক কথাবার্তা সহ হাত পা ভাঙ্গা এবং মারধরের হুমকি প্রদান করে। পরিষদের সদষ্যদের কোনরুপ মতামত গ্রহণ না করিয়া চেয়ারম্যান স্বেচ্ছাচারিতামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের নিজের খেয়াল খুশি মত বিভিন্ন মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক

কার্যকলাপের সাথে যুক্ত আছে।

এ সময় ইউপি সদস্যরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে চেয়ারম্যানের দুর্নীতির তদন্তপূর্বক তাকে অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি আমি জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠিয়েছি। তিনি যে নির্দেশনা দিবেন সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরসহ ৬০ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অপসারণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা. আব্দুস সালামসহ ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এ ছাড়া আওয়ামী সরকারের আমলে নির্বাচিত ৩২৩ পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
সেই সঙ্গে ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করেও পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি করপোরেশনের আইন সংশোধনের আলাদা আলাদা অধ্যাদেশ গত শনিবার জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর থেকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় আওয়ামী লীগ সমর্থক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মেয়র, কাউন্সিলররা অনুপস্থিত থাকায় নাগরিক সেবা ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইন সংশোধনের এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মেহেরপুরের তিনটিসহ ৪৯৫ উপজেলা চেয়ারম্যান অপসারণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুসহ ৪৯৫ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এছাড়া আওয়ামী সরকারের আমলে নির্বাচিত ৩২৩ পৌরসভার মেয়র ও ৬০ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১৬ আগস্ট সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে সরকার জনস্বার্থে কোনো সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে অপসারণ করতে পারবে। একইভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করতে পারবে। একই সঙ্গে এগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে সরকার।

এমন বিধান রেখে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ ’, ‘স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ ’, ‘জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ ও ‘উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’–এর খসড়া অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।

বিটিআরসি চেয়ারম্যানের পিএসসহ দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিবসহ (পিএস) দুই কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা হলেন- প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক ও চেয়ারম্যানের পিএস আমজাদ হোসেন নিপু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশন্স (ইঅ্যান্ডও) বিভাগের উপপরিচালক মাহদী আহমেদ।

কমিশনের প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাবির মুখে এ দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও তাদের দাবি অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকেও পদত্যাগের কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।

রোববার (১১ আগস্ট) সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ শুরু করেন প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এ সময় চেয়ারম্যানসহ ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল হক এবং কমিশনার দেলোয়ার হোসাইন কমিশনে ছিলেন না। তবে অন্য দুই কমিশনার প্রকৌশলী রিয়াজ আহমেদ (স্পেকট্রাম) এবং ড. মুশফিক মান্না চৌধুরী (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব) কমিশনে উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রিয়াজ আহমেদ এবং তার ব্যক্তিগত সচিব (পিএস) আমজাদ হোসেন ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে বিটিআরসিতে নিয়োগ পান এবং পরবর্তীতে বিটিআরসিতেও ব্যাপক দলীয়করণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি করেন। এসব কাজে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন ইঅ্যান্ডও বিভাগের উপপরিচালক মাহদী আহমেদ।

বিক্ষোভের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আমীন বলেন, ব্যাপক দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ। এ কাজে তাদের সহযোগী ছিলেন আমজাদ এবং মাহদী। চেয়ারম্যান বুয়েটে ছাত্রলীগের

সভাপতি এবং আমজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। তাদের কারণে অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা তাদের পদত্যাগ চাই। চেয়ারম্যান আজ (রোববার) অফিসে আসেননি এবং তার পিএস আমজাদ পালিয়েছে। মাহদীকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে। পদত্যাগ না করলে তাকে ছাড়া হবে না।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিক্ষোভের বিষয়ে জানতে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদের মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল হক জানান, ডায়রিয়ায় অসুস্থ বলে তাকে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।

বিক্ষোভকারীদের দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে আমিনুল হক কালবেলাকে বলেন, উপদেষ্টা মহোদয়ের সভায় বিটিআরসির প্রতিনিধিত্ব করতে সকাল থেকে সচিবালয়ে ছিলাম। সভাশেষে দুপুর আড়াইটার দিকে বিষয়টি জানতে পারি।

অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, যেহেতু সবার একটা সেন্টিমেন্ট (অনুভূতি) আছে, সেটাকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। তাদের সেই সেন্টিমেন্ট কীভাবে প্রশমিত করা যায় সেজন্য বিধিমালা দেখছি। বিধিসম্মত এবং সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

এর প্রেক্ষিতে রোববার সন্ধ্যায় ওই দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে পৃথক পৃথক অফিস আদেশ জারি করে কমিশন। কমিশনের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আফতাব মো. রাশেদুল ওয়াদুদ স্বাক্ষরিত অফিস আদেশগুলোতে বলা হয়, ওই কর্মকর্তার (আমজাদ ও মাহদী) বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় ও অনলাইন পত্রিকায় অসাধু সিন্ডিকেটে জড়িত থেকে দুর্নীতি করেছেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় এবং কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে নিপীড়ন ও নিষ্পেষনের প্রেক্ষিতে তাকে বিটিআরসি চাকরি প্রবিধিমালা ২০২২ বিধি-৪৮ ও ৫৪ ধারা এবং সরকারি চাকরি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ (খ), (ঘ), (ই) ও বিধি-১২ (১) অনুযায়ী কমিশনের চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে উল্লেখ করে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তারা বিধি অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়।

সূত্র: কালবেলা

মেহেরপুরে ২ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর জেলার দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) দুপুরের দিকে জেলা নির্বাচন অফিস মিলনায়তনে আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থীর মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ সদর উপজেলার আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার শেখ তানভীর জামান মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচন, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর উপনির্বাচন এবং গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ড উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রেজা (মোটরসাইকেল), শরিফুল ইসলাম (টেবিল ফ্যান), শফিকুল ইসলাম (ঘোড়া), রেবেকা খাতুন (আনারস) এবং সোহেল রানা (চশমা)

প্রতিক লাভ করেন।

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আনারস), নুরুল ইসলাম (মোটরসাইকেল), আবুল বাসার (চশমা) ও শহিদুল ইসলাম(ঘোড়া) প্রতিক পান। একই উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের সদস্য পদের উপনির্বাচনে তাহাজ উদ্দিন (টিউবওয়েল), মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (তালা), মোঃ দুল্লুপ হোসেন (ফুটবল) প্রতীক লাভ করেন।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ ২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে সদস্য পদের সদস্য প্রার্থী মামলত হোসেন (তালা), মোয়াজ্জেম হোসেন (ফুটবল), মিকাইল ইসলাম (টিউবওয়েল) এবং রবিউল ইসলাম (মোরগ) প্রতিক লাভ করেছেন।

গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদের উপনির্বাচনে সাবেক মেম্বর আবুল কালাম আজাদ (তালা), মো: নুর হক (টিউবওয়েল), মো: বিশারুল ইসলাম (মোরগ), মো: রাজু আহমেদ (ফুটবল) ও মো: লাল্টু হোসেন (বৈদ্যতিক পাখা) প্রতিক লাভ করেন ।

সদর উপজেলার আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহম্দে চুন্নুর মৃত্যু মুজিবনগর উপজেলার ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ, এবং তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

আগামী ২৭ জুলাই উপ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদা উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহন

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান দ্বিতীয় মেয়াদের

জন্য খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে শপথ পাঠ করান বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব হেলাল মাহমুদ শরীফ।

জানাযায়, সারা বাংলাদেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় গত ৮ ই মে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আনারস প্রতীক নিয়ে আলি মুনছুর বাবু ৪৯ হাজার৯ শত ৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ভাইস চেয়ারম্যান কোন প্রতিদন্ডি না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শফিউল কবীর ইউসুফ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোছাঃ তানিয়া খাতুন ফুটবল প্রর্তীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৪ শত ৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। গতকাল সকলে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা: ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লালকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিওরবিলা গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা পরিয়ে মারধর ও চাঁদা দাবির ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা-১ এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করে। গত ৭ মে রাষ্ট্রপ্রতির আদেশক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই আদেশ জারি করা হয়।
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা ১ এ সংক্রান্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে,” খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিক লালের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১ (জি.আর ১৫৫/২০২৩), তারিখ: ১২/১০/২০২৩। মামলাটি চুয়াডাঙ্গার

সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯- এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।
জেলা প্রশাসকের সুপারিশের কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তাফসীর আহমেদ মল্লিক (লাল)-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগে তার দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। যেকারণে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিকের (লাল) সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।”
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন